DEC. 29 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ .....

শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়াবেন না- প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এ আহ্বানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া • ব্যক্ত করেছেন ঢাকা

মিশ্র : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

মিশ্র : প্রতিক্রিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গতকাল প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষকদের প্রতি এ আহ্বান জানান। টিএসসি মিলনায়তনে তার এ বক্তব্যে উপস্থিত শিক্ষকরা তুমুল হাততালির মাধ্যমে স্বাগত জানান। পরে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করি। একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। শিক্ষকদের জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বিএনপি ও জামায়াতপন্থী 'সাদা' দল থেকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন আওয়ামী লীগপন্থী 'নীল' দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। যেটুকু দুর্নাম হয়েছে তা বাইরের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ফল। দেশের মানদণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রয়েছে। রাজনীতি করার গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক।' অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ বললেন, 'রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তির রাজনীতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার বন্ধ করা যাবে না। তবে রাজনীতির নামে শিক্ষকরা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করার কারণে শিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে। তাই প্রচলিত শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। তবে সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি নিয়োগ দলীয় ভিত্তিতে নয়, মেধার ভিত্তিতে দিতে হবে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ফেরদৌস হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে একমত পোষণ করে বলেন, 'শিক্ষকরা সরাসরি রাজনীতি করতে চাইলে তা শিক্ষকতা বাদ দিয়ে করা উচিত। একজন শিক্ষক লেখালেখি বা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করতেই পারেন, তবে তার কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দলের কর্মীর মতো হওয়া উচিত নয়।' সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'যে রাজনীতি হানাহানি ও বিভেদের, শিক্ষকদের সে রাজনীতি করা উচিত নয়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নবীন শিক্ষক বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষকের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতি করেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা একশ'র বেশি হবে না। রাজনীতি করলে শিক্ষাদান ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষকদের রাজনীতি করা উচিত নয়।